চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০৫ ডিসেম্বর'২০২৩খ্রি.

উদ্ধার হওয়া খাল রক্ষায় নৌকা চালানোর পরিকল্পনা মেয়র রেজাউলের

জলাবদ্ধতা নিরসনে চট্টগ্রামের চলমান ৪টি প্রকল্প শেষ হলে উদ্ধার হওয়া খালে নৌকা চালানোর পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

মঙ্গলবার বিকালে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) জলাবদ্ধতা নিরসণ প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনে রাজাখালী খাল-২ থেকে কল্পলোক আবাসিক এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে সিডিএ দুটি, সিটি করপোরেশন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি করে ১১ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকার মোট চারটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

" উদ্ধার হওয়া খালগুলোকে রক্ষার্থে প্রকল্প শেষ হলে সেখানে নৌকা চালুর পরিকল্পনা আছে আমার। কারণ প্রকল্প শেষ হলে খালগুলো রক্ষা করা হবে বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য প্রকল্প শেষ হলে খালগুলোতে বিনোদনের ক্ষেত্র তৈরির জন্য বারইপাড়া খালসহ উদ্ধার হওয়া সবগুলো খালে নৌকা ও স্পিডবোট চালু করা হবে। খালে যখন মানুষ ময়লা দেখবেনা বরং স্বচ্ছ জলপ্রবাহে বিনোদনের উৎস খুঁজে পাবে তখন মানুষ আর খালে ময়লা ফেলবেনা। এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও রুটিন ওয়ার্ক পরিচালনা করলে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা কমবে। পাশাপাশি, এ প্রকল্পগুলোর আওতায় খালপাড়ে নির্মিত সড়ক ও কালভার্টের কারণে নগরীর যোগাযোগ সক্ষমতা বাড়বে। "

প্রকল্পগুলোর সুফল পেতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাড়ানো হবে মন্তব্য করে মেয়র বলেন, আমরা প্রকল্প এলাকাগুলোতে ময়লার ভাগাড়ও নির্মাণ করব। যাতে খালপাড়ের মানুষ বর্জ্য ফেলে খাল ময়লা দিয়ে ভরিয়ে না ফেলে। প্রকল্প এলাকায় উদ্ধার হওয়া খালসংলগ্ন ভূমি রক্ষায় সীমানা নির্ধারণী খুঁটি বসানো হবে। কারণ এ খালগুলোকে রক্ষার সাথে কর্ণফুলী এবং চট্টগ্রামের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত।

"চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে ভারী বর্ষণ, ঢল আর জোয়ারে নগরীতে পানিপ্রবাহ বেড়ে যায়। বৈশ্বিক জলবায়ুগত পরিবর্তনে আগামী কয়েক দশকে ভাটির দেশগুলোতে এই প্রবণতা আরো বাড়বে।আমাদের লক্ষ্য এই পানি যাতে জমে দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা তৈরি করতে না পারে সেজন্য যতদ্রুত সম্ভব পানি নগরী থেকে সমুদ্রপথে নিষ্কাশিত হওয়ার ব্যবস্থা করা।"

এসময় প্রকল্প পরিচালক লে. কর্নেল শাহ আলী জানান, সিডিএ'র জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের আওতায় নগরীর বাকলিয়া এলাকার প্রায় ৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পরস্পর সংযুক্ত ৩০-৩২ ফুট প্রস্থের রাজাখালী-১, রাজাখালী-২ এবং রাজাখালী-৩ খাল তিনটির খনন কাজের পাশাপাশি দুই পাড়ে রিটেইনিং ওয়াল, রেলিং নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া খাল দখল ঠেকাতে দুই পাশে নির্মাণ করা হয়েছে সড়কও। খালে এত বেশি পলিথিন ছিল যে অনেক স্থানে ৪ মিটার পর্যন্ত মাটি তুলে ফেলতে হয়েছে। এরপর বালু ফেলে ভরাট করে বিটুমিনের পরিবর্তে আরসিসি রোড নির্মাণ করা হচ্ছে। যাতে সড়কগুলো দীর্ঘমেয়াদে খালের পানিতেও নষ্ট না হয়।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্যানেল মেয়র গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমান্ডার লতিফুল হক কাজমী, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোর্শেদুল আলম, মশক ও ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা শরফুল ইসলাম মাহি।

১২ই ডিসেম্বর ২০২৩ইং চসিক এলাকায় জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে "ওরিয়েন্টশন ও পরিকল্পনা সভা" অনুষ্ঠিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় পুষ্টি সেবা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত আসন্ন জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন ১২ই ডিসেম্বর ২০২৩ইং উদযাপন উপলক্ষ্যে এক "ওরিয়েন্টশন ও পরিকল্পনা সভা" অদ্য ০৫/১২/২০২৩ইং তারিখ রোজ- মঙ্গলবার, সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় চসিক জেনারেল হাসপাতাল মিলনায়তনে ভারপ্রাপ্ত প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রানা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চসিক ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খালেদ মাহমুদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) চট্টগ্রাম বিভাগ ডাঃ মোঃ মহিউদ্দিন, সিভিল সার্জন চট্টগ্রাম ডাঃ মোঃ ইলিয়াছ চৌধুরী, ৩১ নং ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর জনাব আবদুস সালাম মাসুম, সভা পরিচালনা করেন ভ্যাক্সিনেশান ইনচার্জ মো: আবু ছালেহ। ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন সহ বিস্তারিত উপস্থাপন করেন সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: তপন কুমার চক্রবর্তী। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, জোনাল মেডিকেল অফিসার ডা: হাসান মুরাদ চৌধুরী, ডাঃ সুমন তালুকদার, ডাঃ আকিল মাহমুদ নাফে, ডাঃ জুয়েল মহাজন, এতে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ ডাঃ মোঃ রাশেদুল ইসলাম, ডাঃ ইফফাত জাহান রাখি, ডাঃ রিয়াজ আহমেদ, ডাঃ হোসনে আরা বেগম, ইপিআই টেকনিশিয়ান, স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং বেসরকারী এনজিও সংস্থা'র প্রতিনিধিবৃন্দ।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তেব্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খালেদ মাহমুদ বলেন, জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন শতভাগ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অপুষ্টি দূরীকরণ সম্ভব হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গাইড লাইন অনুযায়ী শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে, কোন শিশু ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো থেকে বাদ না যায় সেদিকটি অবশ্যই নজরে রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিতব্য সকল জাতীয় কর্মসূচীসমূহ শতভাগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আসন্ন জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে, পূর্বের সফলতা এবারও অক্ষুন্ন রাখা হবে। তিনি উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে সকল জোনাল মেডিকেল অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন এবং কর্মসূচীর সফলতা কামনা করেন। উল্লেখ্য যে, আগামী ১২ই ডিসেম্বর ২০২৩ইং সারাদেশের ন্যায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালিত হবে। উক্ত ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ে ৬-১১ মাস বয়সী শিশুকে ১টি নীল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ও ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে ১টি লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। এছাড়া শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিমাণ মত ঘরে তৈরি সুষম খাবার খাওয়ানোর পরামর্শ প্রদান করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮